খুতবা জুমআ

# আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারকে প্রদত্ত ৩ এপ্রির্ল ২০২০ তারিখের খুতবা

**তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ**

বর্তমান পরিস্থিতি ও এ দেশের সরকার প্রণিত আইন অনুযায়ী রীতিমত মুক্তাদী বা শ্রোতাদেরকে সামনে বসিয়ে খুতবা প্রদান করা সম্ভব নয়। আইনের যতটুকু অনুমতি রয়েছে সে অনুযায়ী আজ এখানে মসজিদ থেকেই আমার খুতবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেননা, এখন আমার সামনে মসজিদে কেউ থাকুন বা না-ই থাকুন পৃথিবীতে এই মুহূর্তে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন যারা এখন আমার খুতবা শুনছেন। এই একতা আমাদের সর্বদা বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত এবং পাশাপাশি দোয়াতেও রত থাকতে হবে। আমরা এ দোয়াই করি যে, আল্লাহতা'লা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করুন আর এই মহামারি দূর করুন এবং মসজিদের প্রাণচাঞ্চল্য ও সৌন্দর্য আবার ফিরে আসুক।

হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রাঃ)র স্মৃতিচারণের দ্বিতীয় পর্যায়ে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে খিলাফত সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এ বিষয়ে সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমরের মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন লোকজন বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! ওসীয়্যত করুন বা কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে দিন। এতে তিনি (রাঃ) বলেন, আমি কতিপয় সেসব ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে খিলাফতের জন্য যোগ্য দেখিনা যাদের প্রতি মহানবী (সাঃ) মৃত্যুকালে সন্তুষ্ট ছিলেন। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রাঃ) হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত যুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত সা'দ ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফের নাম উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর তোমাদের সাথে থাকবে, কিন্তু সে এই খিলাফতের পদাধিকারী হতে পারবে না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, হযরত উমর (রাঃ)এর ওসীয়্যত করার সময় সম্ভবত হযরত তালহা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন না। তিনি হয়ত হযরত উমর (রাঃ)এর মৃত্যুর পর উপস্থিত হয়েছিলেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, পরামর্শসভা শেষ হয়ে যাবার পর তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। অপর এক বর্ণনানুযায়ী, যা অধিক সঠিক, হযরত উসমান (রাঃ)এর বয়আতের আনুষ্ঠানিকতার পর তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) যখন শহীদ হন তখন সবাই হযরত আলী (রাঃ)এর কাছে ছুটে যায়, তারা তাঁর ঘরে এসে বলেন যে, আমরা আপনার বয়আত করছি। সুতরাং আপনি আপনার হাত দিন; কেননা আপনিই এর সবচেয়ে বেশি যোগ্য। সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি উঠে এসে হযরত আলী (রাঃ)এর কাছে বয়আত করেন তিনি ছিলেন হযরত তালহা (রাঃ)।

হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এক বর্ণনায় বলেন, তারা মোটেও খিলাফতের অস্বীকারকারী ছিলেন না, বরং হযরত উসমান (রাঃ)এর হত্যাকারীদের প্রশ্নটি ছিল মূলবিষয়। যে ব্যক্তি আপনাকে বলেছে যে, তাঁরা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)এর বয়আত করেন নি, সে ভুল বলেছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজের ভ্রান্তি স্বীকার করে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন। আর হযরত তালহা এবং যুবায়ের (রাঃ) বয়আত না করা পর্যন্ত ইন্তেকাল করেন নি।

এছাড়া, তালহা ও যুবায়ের আশারায়ে মুবাশ্বারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তাদেরকে মহানবী (সাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে রেখেছেন আর মহানবী (সাঃ)এর সুসংবাদের সত্য সাব্যস্ত হওয়া সুনিশ্চিত। শুধু তাই নয়, তারা বয়আতের বাইরে থাকা হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন ও তওবাও করে নিয়েছিলেন।

হযরত উসমান (রাঃ)এর শাহাদাত বরণ ও হযরত আলী (রাঃ)এর বয়আত গ্রহণ এবং জামালের যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, অতঃপর হযরত উসমানের শাহাদতের পর তাদের মধ্য থেকে যে দল মক্কার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল সেই দল হযরত আয়েশা (রাঃ)কে হযরত উসমান (রাঃ)এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে জিহাদের ঘোষণা দিতে সম্মত করে। ফলে, তিনি (রাঃ)

জিহাদের ঘোষণা দেন এবং সাহাবীদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান। হযরত আলী (রাঃ) যথাশীঘ্র হযরত উসমান (রাঃ)এর হত্যার প্রতিশোধ নিবেন–এই শর্তে হযরত তালহা ও যুবায়ের তাঁর হাতে বয়আত করেন। তারা অর্থাৎ এরা দু'জন 'যথাশীঘ্র'-এর যে অর্থ বুঝেছেন তা হযরত আলী (রাঃ)এর দৃষ্টিতে সময়োপযোগী ছিল না। তিনি মনে করতেন, প্রথমে সকল প্রদেশের শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক এরপর হত্যাকারীদের শাস্তির প্রতি মনোনিবেশ করা যাবে। এই মতবিরোধের কারণে তালহা ও যুবায়ের (রাঃ) মনে করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) নিজের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। কেননা, তারা একটি শর্তে বয়আত করেছিলেন আর তাদের দৃষ্টিতে হযরত আলী (রাঃ) সে শর্ত পূরণ করেন নি। তাই তারা নিজেদেরকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বয়আতের বন্ধন থেকে মুক্ত মনে করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)এর জিহাদের ঘোষণা সম্পর্কে যখন তারা অবগত হন, তখন তারাও তাঁর সাথে অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সাথে গিয়ে যুক্ত হন এবং সবাই মিলে বসরার দিকে চলে যান। হযরত আলী (রাঃ) এই বাহিনী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তিনিও একটি বাহিনী প্রস্তুত করে বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন। বসরায় পৌঁছে তিনি (রাঃ) এক ব্যক্তিকে হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)র কাছে প্রেরণ করেন। সেই ব্যক্তি প্রথমে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, আপনার অভিপ্রায় কী? উত্তরে তিনি (রাঃ) বলেন, সংশোধনই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এরপর সেই ব্যক্তি হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)কেও ডেকে পাঠায় আর তাদেরকেও জিজ্ঞেস করে যে, আপনারাও কি একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে উদ্যত? তারাও বলেন, হ্যাঁ। তখন সেই ব্যক্তি বলে, আপনাদের উদ্দেশ্য যদি সংশোধনই হয়ে থাকে তাহলে আপনারা যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা সংশোধনের পন্থা নয় বরং এর পরিণতি হবে নৈরাজ্য। বর্তমানে দেশের অবস্থা এমন যে, আপনি যদি একজনকে হত্যা করেন তাহলে হাজার লোক তার সমর্থনে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এর বিরোধিতা করবে, আর আরো বেশি সংখ্যক মানুষ তাদেরকে সমর্থন দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। কাজেই (এ পরিস্থিতিতে) সংশোধনের সঠিক উপায় হলো সর্বাগ্রে দেশ ও জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং এরপর দুষ্টচক্রকে শাস্তি দেয়া। অন্যথায় এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া দেশে আরো বেশি নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেয়ার নামান্তর। একথা শুনে তারা বলেন, হযরত আলী (রাঃ)এর উদ্দেশ্য যদি এটিই হয়ে থাকে তাহলে তিনি আসুন, আমরা তাঁর সাথে বসতে প্রস্তুত আছি। অতঃপর সেই ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে বিষয়টি অবগত করেন এবং উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুদ্ধ করা ঠিক হবে না বরং শান্তি প্রতিষ্টিত হওয়া উচিত। সাবাপন্থী অর্থাৎ যারা আব্দুল্লাহ্ বিন সাবার দলভুক্ত এবং হযরত উসমান (রাঃ)এর হত্যাকারী ছিল তারা এ সংবাদ জানার পর ভীষণভাবে ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সংগোপনে তাদের একটি দল পরামর্শ করার জন্য একত্রিত হয়। পরামর্শ করার পর তারা এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুসলমানদের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হওয়া আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হবে, কেননা হযরত উসমান (রাঃ)কে হত্যার শাস্তি ততক্ষণ এড়াতে পারি যতক্ষণ মুসলমানরা পরস্পরের মাঝে বিবদমান থাকবে। যদি সন্ধি স্থাপিত হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে আমাদের কোন ঠাঁই থাকবে না। তাই যে করেই হোক সন্ধি হতে দিব না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ)এর বসরায় পৌঁছার দ্বিতীয় দিন তাঁর সাথে হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের সময় হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আপনি তো আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছেন,কিন্তু খোদার সমীপে উপস্থাপনের জন্য কোন ওজরও কি প্রস্তুত করে রেখেছেন? আপনারা যারপরনাই কষ্ট সহ্য করে যে ইসলামের সেবা করেছিলেন সেই ইসলামকে কেন আপনারা নিজ হাতে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছেন? আমি কি আপনাদের ভাই নই? পূর্বে তো পরস্পরের রক্তকে হারাম মনে করা হতো, কিন্তু কি কারণে আজ তা বৈধ হয়ে গেল? যদি কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভব হতো তাহলেও একটি কথা ছিল। যেহেতু নতুন কোন বিষয়ের উদ্ভব হয় নি তাহলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার হেতু কী? তখন হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, [তিনিও হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর সাথে ছিলেন] হযরত উসমান (রাঃ)কে হত্যার বিষয়ে আপনি প্ররোচনা জুগিয়েছেন। তখন হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত উসমান (রাঃ)এর হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের প্রতি অভিসম্পাত করি। এরপর হযরত যুবায়ের (রাঃ)কে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তুমি কি ভুলে গেছ, মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, খোদার কসম! তুমি আলীর সাথে যুদ্ধ করবে এবং তুমি অন্যায়ের উপর থাকবে। একথা শুনে হযরত যুবায়ের (রাঃ) নিজ সেনাদলের কাছে ফিরে যান এবং কসম খেয়ে বলেন, তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর সাথে যুদ্ধ করবেন না আর তিনি (রাঃ) স্বীকার করে নেন যে, বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন। এ সংবাদ যখন

সেনাবাহিনীর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তখন সবাই আশ্বস্ত হয় যে, এখন আর যুদ্ধ হবে না বরং সন্ধি হয়ে যাবে; কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা চরম ভয় পেয়ে যায়। রাত নেমে আসার পর তারা সন্ধিকে নস্যাৎ করার জন্য একটি চক্রান্ত করে। তাদের যেসব লোক হযরত আলী (রাঃ)এর সাথে ছিল, তারা হযরত আয়েশা, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর সৈন্যদের ওপর রাতে অতর্কিতে হামলা করে আর যারা তাদের সেনাদলে ছিল, তারা হযরত আলী (রাঃ)এর সৈনাদলের ওপর রাতে অতর্কিত আক্রমণ করে, ফলে চারিদিকে হৈচৈ শুরু হয়ে যায় আর উভয় দল মনে করে যে, অপরপক্ষ তাদের সাথে প্রতারণা করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সাবাপন্থীদের একটি ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত। যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তখন হযরত আলী (রাঃ) চিৎকার করে বলেন, কেউ যেন হযরত আয়েশা (রাঃ) কে ঘটনা সম্বন্ধে অবগত করে, হয়ত তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উষ্ট্রী সম্মুখে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু পরিণতি আরো ভয়াবহ হয়। নৈরাজ্যবাদীরা তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হতে চলেছে দেখে তারা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উটকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে। হযরত আয়েশা (রাঃ) উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, 'হে লোকেরা! যুদ্ধ পরিত্যাগ কর আর আল্লাহ্‌ ও বিচার দিবসকে স্মরণ কর। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা নিবৃত্ত হয়নি, বরং তারা নিরন্তর তাঁর উটকে লক্ষ্য করে তীরবর্ষণ করতে থাকে। বসরা-বাসীরা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর চারপাশে থাকা সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা এটি দেখে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে যায় আর উম্মুল মু'মিনীনের সাথে এমন অবমাননাকর আচরণ দেখে তাদের ক্ষোভের কোন সীমা-পরিসীমা রইল না। ফলে, তারা তরবারি খাপমুক্ত করে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উট যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। সাহাবীগণ এবং বড় বড় বীর যোদ্ধারা এর (অর্থাৎ উটের) চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হয়ে যায় এবং একের পর এক নিহত হতে থাকে, কিন্তু উটের লাগাম তারা ছাড়ে নি। হযরত যুবায়ের (রাঃ) যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেন নি, বরং অন্য দিকে চলে যান। কিন্তু এক হতভাগা নামাযরত অবস্থায় পেছন থেকে গিয়ে তাঁকে (রাঃ) শহীদ করে দেয়। হযরত তালহা (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানেই এই নৈরাজ্যবাদীদের হাতে নিহত হন। এই পুরো ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত যুদ্ধে সাহাবীদের কোন হাত ছিল না, বরং এই দুষ্কৃতি হযরত উসমান (রাঃ)এর হত্যাকারীদের পক্ষ থেকে ছিল। আরেকটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবায়ের (রাঃ) উভয়েই হযরত আলী (রাঃ)এর হাতে বয়আতকারী হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কেননা, তাঁরা উভয়ে নিজেদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)এর সঙ্গ দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতকারীর হাতে নিহত হয়েছেন। অধিকন্তু হযরত আলী (রাঃ) তাদের হত্যাকারীদের ওপর অভিসম্পাতও করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, জামালের যুদ্ধের ঐ সঙ্গীন মুহূর্তে, হযরত তালহা (রাঃ)'র কাছে একজন সাহাবী আসেন এবং তাকে বলেন, তালহা! তোমার কি স্মরণ আছে, অমুক সময় আমি এবং তুমি বা আমরা দু'জন একত্রে মহানবী (সাঃ)এর বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম, তখন মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, তালহা! এমন এক সময় আসবে যখন, তুমি এক বাহিনীর অংশ হবে আর আর আলী থাকবে ভিন্ন দলে। আলী সত্যের ওপর থাকবে আর তুমি ভ্রান্তিতে থাকবে। একথা শোনার পর হযরত তালহা (রাঃ)'র চোখ খুলে যায় এবং তিনি বলেন, আমার একথা মনে পড়েছে। আর তৎক্ষণাৎ তিনি দল থেকে বেরিয়ে চলে যান। মহানবী (সাঃ)এর কথা পূর্ণ করার মানসে তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন হযরত আলী (রাঃ)'র বাহীনির এক দুর্ভাগা সৈন্য পেছন থেকে গিয়ে তাঁকে খঞ্জরাঘাতে শহীদ করে। হযরত আলী (রাঃ) নিজের জায়গায় উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত তালহার খুনী বড় পুরস্কার লাভের বাসনায় ছুটে আসে এবং হযরত আলীকে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাকে আপনার শত্রুর নিহত হওয়ার সংবাদ দিচ্ছি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কোন শত্রু? সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি তালহাকে হত্যা করেছি। হযরত আলী বলেন, হে দুর্ভাগা! আমিও তোকে মহানবী (সাঃ)এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, তুই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবি–কেননা আমার ও তালহার উপস্থিতিতে একবার মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন, হে তালহা! তুমি একবার সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে লাঞ্ছনা সহ্য করবে আর তোমাকে একব্যক্তি হত্যা করবে কিন্তু খোদা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। হযরত আলী যখন হযরত তালহাকে মৃত অবস্থায় দেখেন তখন তাঁর চেহারা থেকে মাটি পরিষ্কার করেন এবং বলেন, হে আবু মুহাম্মদ! আকাশের নক্ষত্ররাজির নীচে তোমাকে ধূলামলিন অবস্থায় দেখা আমার জন্য খুবই কষ্টকর। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে আমার দোষত্রুটি এবং দুঃখের ফরিয়াদ করছি। এরপর তিনি হযরত তালহার জন্য রহমতের দোয়া করেন আর বলেন, হায়! আমি যদি এ দিন দেখার বিশ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করতাম!

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত তালহার বর্ণনা এখানেই শেষ হল, এখন বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর একটি উদ্বৃতিও আমি পাঠ করছি। একবার তিনি (আঃ) মুফতি সাহেবকে বলেন, বাড়িঘর আলোকিত রাখুন। (এটি প্লেগের দিনের কথা) আজকাল ঘর খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। পোশাক ইত্যাদিও পরিষ্কার রাখা উচিত। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) আরো বলেন, আজকাল বড় কঠিন দিন এবং বাতাস বিষাক্ত। তাছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সুন্নতও বটে। পবিত্র কুরআনেও লেখা আছে,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ○ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ○ **(সূরা আল মুদ্দাস্‌সের ঃ ৫-৬)**

এরপর অপর এক স্থানে তিনি বলেন, যাদের শহর ও গ্রামে প্লেগ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তারা যেন নিজ শহর থেকে অন্যত্র গমন না করে। নিজেদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করুন এবং তা উষ্ণ রাখুন। আর বিপদের পূর্ব প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সত্যিকার তওবা করুন। পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সন্ধি করুন। রাতে উঠে তাহাজ্জুদে দোয়া করুন। এরপর তিনি বলেন, নিজেদের অবস্থায় বাস্তব এবং সত্যিকার পরিবর্তনই আল্লাহ্‌র এই শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে, **ওয়ালা নি'মা মা ক্বীলা**।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা সকল আহমদীকে এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করার তৌফিক দিন। সরকারের নির্দেশনা মেনে চলুন। ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখুন। ধূপ জ্বালানো উচিত। ডেটল ইত্যাদিও স্প্রে করতে থাকুন, তা সহজলভ্য। আল্লাহ্‌তা'লা সবার প্রতি কৃপা ও করুণা করুন। যাহোক এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। আল্লাহ্‌তা'লা সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন।

To

**BOOK POST**
**PRINTED MATTER**

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
3 April 2020

**FROM**

**AHMADIYYA MUSLIM MISSION**
**NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B**

**www.mta.tv**
**www.alislam.org**
**www.ahmadiyyabangla.org**